তারিখ 03 JUL 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৫

জাকসু নির্বাচন নিয়ে ছাত্রনেতাদের ভাবনা

এক সময় সেশনজট মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ছিল সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের কাছে আরাধ্য বস্তু। কিন্তু বিগত এক বছরে সন্ত্রাসী ঘটনায় ছাত্র-ছাত্রীরা প্রায় ১৮ মাসের সেশনজটের শিকার। ছাত্রলীগ (ম-ই)-এর স্মারকলিপির পরিপ্রেক্ষিতে গত ৩০ এপ্রিল শনিবার অস্থায়ী উপাচার্য এম এ হোসেনের কাউন্সিল কক্ষে 'জাকসু' নির্বাচন নিয়ে আলোচনায় ছাত্রলীগ (ম-ই) ব্যতীত সব ছাত্র সংগঠন এ মুহূর্তে জাকসু নির্বাচনের বিপক্ষে মতামত দেন। নিচে জাকসু নির্বাচন নিয়ে ছাত্রনেতাদের বক্তব্য তুলে ধরা হলো।

খন্দকার ওমর মুয়ীদ

মোখলেছুর রহমান বাদল
দফতর সম্পাদক, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, জাঃ বিঃ

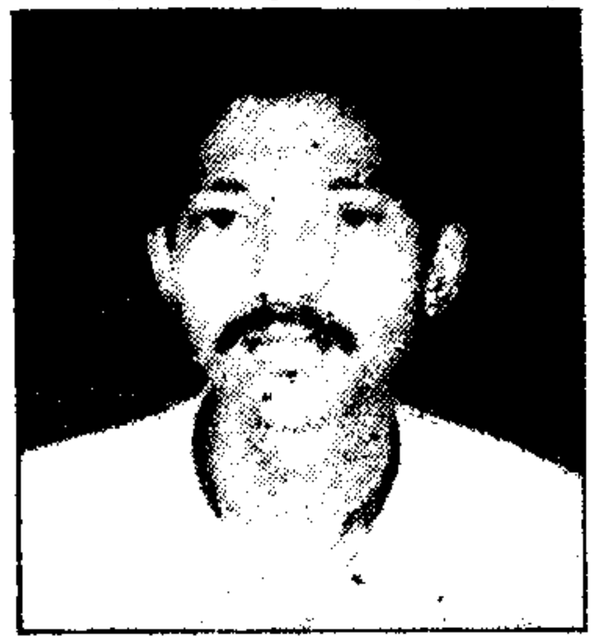

মোখলেছুর রহমান বাদল.

একটি নির্বাচিত সংসদই পারে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ন্যায্য দাবি আদায় করতে। যেমনটা করেছে ছাত্রদল গত তিনটি জাকসু, অডিটোরিয়াম, পরিবহনে নতুন বাস, মহিলা হলসহ অনেক সমস্যার সমাধান। তাই আমার সংগঠন, জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল অবশ্যই নির্বাচনের মাধ্যমে জাকসু ও হল সংসদ চায়। তবে ছাত্র-ছাত্রীদের চাহিদাও অনুভূতিকে অতীতের মতো প্রাধান্য দিয়ে সেশনজটমুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সমস্ত চলতি পরীক্ষাসমূহশেষে একটি সুবিধাজনক সময়ে নির্বাচন হতে পারে। তবে নির্বাচন নিয়ে কোন ষড়যন্ত্র বা চক্রান্ত সহ্য করা হবে না। কারণ নির্বাচন সুষ্ঠু হলে অতীতের মতো ছাত্রদল নিরঙ্কুশ বিজয়ে যথেষ্ট আশাবাদী।

মোঃ মহিবুল্লাহ
সভাপতি, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ, জাঃ বিঃ

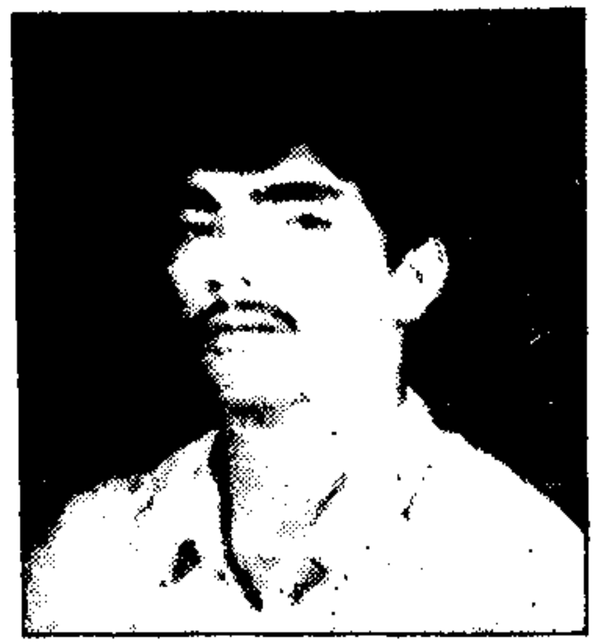

মোঃ মহিবুল্লাহ

গত বছর ২৯ জুলাই একটি সন্ত্রাসী ঘটনার কারণে এ বিশ্ববিদ্যালয় দীর্ঘ এক শ' দিন বন্ধ ছিল। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান জাকসু ভেঙে দেয়া হয়। এরপর দীর্ঘ প্রায় এক বছর জাকসু নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া, নাটক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কিছুই অনুষ্ঠিত হয়নি। পরিবহন সমস্যা, ছাত্রীদের হলের সীট সমস্যা, হলের খাবার সমস্যা ইত্যাদি হাজার সমস্যায় বিশ্ববিদ্যালয় জর্জরিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ফিস্ তিন থেকে ক্ষেত্রে বিশেষে দশগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিন্তু এসব সমস্যার ব্যাপারে প্রশাসনের সাথে আলোচনা করার মতো কোন প্রতিষ্ঠান যেটা সাধারণ ছাত্র ছাত্রীদের প্রতিনিধিত্ব করে তা আজ নেই। কিন্তু সীমাহীন সমস্যা নিয়ে একটি বিশ্ববিদ্যালয় চলতে পারে না। আমরা বহুদিন ধরে জাকসু নির্বাচনের জন্য দাবি জানিয়ে আসছি। কিন্তু গত সাড়ে ১০ মাসে বিভিন্ন সন্ত্রাসী ঘটনার কারণে এ বিশ্ববিদ্যালয় পাঁচ মাসই অনির্ধারিত বন্ধ ছিল। ফলে সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীর স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। আমরা কখনই চাই না ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাভাবিক শিক্ষাজীবন কোনক্রমেই ব্যাহত হোক। আমাদের দাবি অনুযায়ী আরও আগে জাকসু নির্বাচন হলে ছাত্র-ছাত্রীদের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম কোন মতেই বাধাগ্রস্ত হতো না। কিন্তু একটি বিশেষ মহলের ষড়যন্ত্র এবং স্বার্থসিদ্ধির কারণে তা হতে দেয়া হয়নি। এই পরিস্থিতিতে আমরা বলতে চাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত না করে ন্যূনতম সময়ের মধ্যে জাকসু নির্বাচন দিতে হবে।

রফিকুল ইসলাম মিঠু
সাংগঠনিক সম্পাদক, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, জাঃ বিঃ

মো সবিরুল ইসলাম

এই মুহূর্তে জাকসু নির্বাচন নিয়ে ভাবছি না। গত ২৯ জুলাই ছাত্রদলের এক সন্ত্রাসী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় এক শ' দিন বন্ধ থাকে। পরবর্তীতে আবারও উল্লেখিত সংগঠনটির অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে ক্যাম্পাস একমাস ২২ দিন বন্ধ ছিল। অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয় খুলে ১৮ মাসের সেশনজটকে মাথায় নিয়ে। তারপর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের ছাত্রদের সমাপনী পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করে। ইতোমধ্যে বিভিন্ন বিভাগের পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে। কাজেই এ মুহূর্তে নির্বাচনের যে কোন ঘোষণা পরীক্ষা কার্যক্রমকে ব্যাহত করবে— যা কোন মতেই কারও কাম্য হতে পারে না। ক্যাম্পাসে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা যেমন ঃ ছাত্রীদের সীট সমস্যা, পরিবহন সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে আমরা আন্দোলন করছি, অবিলম্বে এসব সমস্যা সমাধানের দাবি জানাচ্ছি। এই সমস্ত ব্যাপারে কোন ধরনের পদক্ষেপ না নিয়ে শুধু জাকসু নির্বাচন নিয়ে কর্তৃপক্ষের 'মাথা ঘামানো' এক প্রকার দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় ছাড়া আর কিছুই নয়। এসব কারণে এ মুহূর্তে আমরা জাকসু নির্বাচন চাই না।

সাবিরুল ইসলাম বিপ্লব
সাঃ সম্পাদক, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন, জাঃ বিঃ

রফিকুল ইসলাম মিঠু

ছাত্র ইউনিয়ন ছাত্র সমস্যাভিত্তিক ছাত্র আন্দোলনের অংশ হিসাবে নির্বাচনকে বিবেচনা করে। সর্বশেষ জাকসু নির্বাচন প্রায় দু'বছর পূর্বে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বিগত জাকসু '৯৩-এর ২৯ জুলাই সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনার কারণে ভেঙে দেয়া হয়। এছাড়া সন্ত্রাসী তৎপরতার কারণে ক্যাম্পাস দুই দফায় দীর্ঘ ৫ মাস বন্ধ থাকে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে একাডেমিক কার্যক্রম, বিশেষত পরীক্ষাসমূহকে ব্যাহত করে নির্বাচন করা যায় না। দাবি আদায়ের প্লাটফর্ম হিসাবে একাডেমিক কার্যক্রম ক্ষতিগ্রস্ত না করে জাকসু ও হল সংসদের শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যে জাকসু'র দ্রুতই নির্বাচন হওয়া প্রয়োজন।

সর্বশেষ গত ৩০ এপ্রিল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী উপাচার্য এম এ হোসেনের সাথে বিভিন্ন সংগঠনের নেতাদের বৈঠকে জুন মাসে জাকসু নির্বাচনের সম্ভাবনা নাকচ হয়ে যায়। এ বছরের অক্টোবর থেকে নবেম্বরের মধ্যে জাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারে বলে পর্যবেক্ষক মহল অনুমান করছেন। উল্লেখ্য, অস্থায়ী উপাচার্যের কাছে ছাত্রলীগ (ম-ই)-এর দেয়া স্মারকলিপির পরিপ্রেক্ষিতে এ বৈঠক আহ্বান করা হয়েছিল।

প্রতিবেদকের বক্তব্য ঃ বিগত বছরগুলোতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্ত্রাসী ঘটনায় সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষাজীবন আজ বিপর্যস্ত। 'ছাত্র রাজনীতি' আর 'ছাত্র সংসদে যাবে কারা' এ প্রশ্ন দুটি এখন সবার সামনে চলে আসছে। বলতে বাধা নেই, ছাত্র রাজনীতি ও ছাত্র সংসদগুলো এখন তথাকথিত মস্তানচক্রের হাতে জিম্মি। সাধারণ মেধাবী ছাত্র রাজনীতি থেকে দূরে সরে গেছে। তথাকথিত ছাত্রনেতাকে এখন সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীর 'জনাব' 'স্যার' বলতে হয়। তাই ছাত্র সংসদগুলোতে যাবার ব্যাপারে রাজনীতির পাশাপাশি একাডেমিক কার্যক্রম সন্তোষজনক কিনা তা দেখা উচিত বলে অনেক ছাত্র-ছাত্রী মন্তব্য করেছেন। অনেকের ধারণা, তথাকথিত ছাত্রনেতাদের রাজনীতির সাথে একাডেমিক শিক্ষার যদি সংমিশ্রণ ঘটে তবে রাজনীতি কিছুটা হলেও 'পেশীতন্ত্র' মুক্ত হবে। এ আশা সকল বিবেকবান মানুষের।